পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, এন. এস. রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক সংখ্যা : ২৬৭১/পিএন/ও/১/১ই-৯/০৩ **তারিখ: ২৭. ০৬. ২০০৮**

প্রেরক : ডঃ মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি : জেলা শাসক
বাঁকুড়া

বিষয় : পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন প্রসঙ্গে এই বিভাগ থেকে ২০০৩ সালে যে স্মারকলিপিগুলি পাঠানো হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার স্পষ্টিকরণ ।

মহাশয়,

২৩. ০৬. ২০০৮ তারিখের ৯৩১/পি স্মারকলিপিতে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রমোন্নয়ন আধিকারিক, বাঁকুড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন প্রসঙ্গে যে একাধিক প্রশ্ন করেছেন তার ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল :-

(১) উপরোক্ত স্মারকলিপির প্রশ্ন সংখ্যা (ঙ) ।

উঃ- একটি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ও পদাধিকার বলে সদস্যদের যোগফলের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা স্থির করা হয় । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১২৪ ও ১৭১ ধারার (২) উপধারার (খগ) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিরোধী সদস্য বলতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ও পদাধিকার বলে বিরোধী সদস্য - উভয়কেই বোঝাবে । (খগ) অনুচ্ছেদের চতুর্থ অনুবিধিতে বলা হয়েছে ৩-এর বেশী বিরোধী সদস্য পঞ্চায়েত সমিতিতে অথবা ৪-এর বেশী বিরোধী সদস্য জেলা পরিষদে নির্বাচিত না হয়ে থাকলে ১ জন সদস্য যথাক্রমে ৩-টির বেশী বা ৪-টির বেশী স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারবে । এখানে নির্বাচিত সদস্য বলতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যকেই বোঝাচ্ছে ।

(২) উপরোক্ত স্মারকলিপির প্রশ্ন সংখ্যা (চ) ।

উঃ- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১২৪ ও ১৭১ ধারার শেষে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সভাপতি বা সভাধিপতি নির্বাচনে যে সব দল সভাপতি বা সভাধিপতি যিনি হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন বা ভোট দানে বিরত থেকেছেন তারা বিরোধী দল । এই অবস্থানের কোন পরিবর্তন

পরবর্তীকালে স্থায়ী সমিতি গঠনের সময় করা হয়নি । স্থায়ী সমিতি গঠন করার সময় বিরোধী দল বা দলগুলি পদাধিকার বলে সদস্যদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলেও বিরোধী দল বলেই গন্য হবে । ষষ্ঠ সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এইরকম অবস্থা কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে হয়েছে ।

(৩) স্মারকলিপির প্রশ্ন সংখ্যা (ছ) ।

উঃ- বিরোধী দলনেতা কে হবেন তার ব্যাখ্যা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২১৪ক ধারার (১) উপধারার ( ) অনুচ্ছেদে খুব স্পষ্ট ভাবে বলা আছে । ঐ ব্যাখ্যা আইনের ১২৪ ও ১৭১ ধারার (২) উপধারার (খখ) অনুচ্ছেদে প্রযোজ্য । বিরোধী সদস্য তাঁর দলের নির্দেশের বিরুদ্ধে ভোট দান করলে ২১৩ক ধারা অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য দলনেতার কোন আইনগত বাধা নেই ।

(৪) স্মারকলিপির প্রশ্ন সংখ্যা (জ) ।

উঃ- সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাটি দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর মাধ্যমে ঐ বিধানের পরিবর্তন করা হয়েছে । আইনের বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী একজন ব্যক্তির কোন একটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্য হওয়ার বিষয়টি এখানে বিবেচনা করা হবে না । আইনের ১২৪ ও ১৭১ ধারার (৩) উপধারায় এই বিষয়টি স্পষ্ট করা আছে ।

(৫) স্মারকলিপির প্রশ্ন সংখ্যা (ঝ) ।

১২৪ বা ১৭১ ধারার অধীনে (২) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে ঐ স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত হবেন । (খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচনে যদি একজন বিরোধী সদস্যও নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে (খগ) অনুচ্ছেদের অধীনে আর কোনও বিরোধী সদস্য মনোনয়ন করা হবে না । কিন্তু (খ) অনুচ্ছেদের অধীনে ১ জন বিরোধী সদস্যও স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত না হয়ে থাকলে অবশ্যই (খগ) অনুচ্ছেদ অনুসারে ১ জন করে বিরোধী সদস্য প্রত্যেক স্থায়ী সমিতি (অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি বাদে) মনোনীত হবেন । বিরোধী সদস্য বলতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ও পদাধিকার বলে বিরোধী সদস্য - উভয়কেই বোঝাবে । অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে (খখ) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিরোধী দলনেতা সদস্য হবেন । (খগ) অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনীত বিরোধী সদস্য (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত সদস্যের অতিরিক্ত হচ্ছেন ।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাঃ- মানবেন্দ্রনাথ রায়

প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা : ২৬৭১/১(২)/পিএন/ও/১/১ই-৯/০৩ **তারিখ: ২৭. ০৬. ২০০৮**

প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১) জেলা শাসক.....জেলা (সকল)।

২) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রমোন্নয়ন আধিকারিক,.....(সকল)।

যুগ্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার